টেকসই ক্ষুদ্র আর্থিক সেবা মডেলের উদ্ভাবক
দারিদ্র্য নিরসনের অগ্রণী পুরুষ ও নিরন্তর যোদ্ধা এবং সমাজ ও নারী উন্নয়নের অগ্রদূত

মোঃ সফিকুল হক চৌধুরীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

বাংলাদেশ তথা বিশ্বের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ও দারিদ্র্য বিমোচন প্রয়াসে মোঃ সফিকুল হক চৌধুরী একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র। বাংলাদেশের এক নিভৃত পল্লীতে স্বল্প পরিসরে তিনি শুরু করেছিলেন বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষের জীবনমান বদলের কর্মসূচি। বহুবছরের নিরন্তর প্রচেষ্টায় সেই কর্মসূচিকে তিনি উন্নীত করেছিলেন দারিদ্র্য নিরসনের সবথেকে টেকসই ও কার্যকর মডেল হিসেবে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'আশা' এখন বিশ্বের সবথেকে দক্ষ, টেকসই ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান। তিনি ১৯৭৮ সালে আশা প্রতিষ্ঠা করেন - যার বর্তমান ব্রাঞ্চ সংখ্যা ৩,০৭৩টি। আশা গৃহীত কর্মসূচির সুফল ভোগ করছে বাংলাদেশের প্রায় ৭০ লাখ মানুষ। পাশাপাশি বিশ্বের ১৩টি দেশের ২৫ লাখ মানুষকে দারিদ্র্য নিরসনে আশা কারিগরি ও জ্ঞানগত সহায়তা দিচ্ছে। আশার কার্যক্রমের কারণে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ পরিচিত হয়েছে বিশেষ মর্যাদায়।

গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২১, মোঃ সফিকুল হক চৌধুরী আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। এই কীর্তিমান মানুষটির স্মরণে গত ২৪ মার্চ ২০২১ একটি স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। দেশের ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ সভায় অংশগ্রহণ করে আশার প্রতিষ্ঠাতার জীবন, কর্মসাধনা ও অবদান আলোকপাত করেন- যার সারাংশ এ ক্রোড়পত্রে উপস্থাপিত হলো।

"তোমার অসীমে
প্রাণমন লয়ে
যত দূরে আমি ধাই
কোথাও দুঃখ
কোথাও মৃত্যু
কোথা বিচ্ছেদ নাই।"

মোঃ সফিকুল হক চৌধুরী

১ জানুয়ারি, ১৯৪৯ - ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২১

প্রতিষ্ঠাতা: আশা, আশা ইউনিভার্সিটি, আশা ইন্টারন্যাশনাল, আশা ম্যাটস, এইচপি

এম এ মান্নান, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

মোঃ সফিকুল হক চৌধুরী ছিলেন বাংলাদেশের এনজিও জগতের একজন দিকপাল। আমি সুদূর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে তাঁর স্মরণ সভায় অংশ নিচ্ছি। ভাল হতো যদি সরাসরি এ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারতাম। কিন্তু বিদেশে থাকার জন্য তা পারলাম না। আমি এনজিও ব্যুরোর দায়িত্বে থাকার সময় তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে অনেকবার দেখা ও কথা হয়েছে। পরিশ্রম ও নিষ্ঠা দিয়ে তিনি আশাকে ছোট সংস্থা থেকে অনেক বড় সংস্থায় পরিণত করেছেন। আশা শুধু বাংলাদেশেই নয়, গোটা বিশ্বে একটি নন্দিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি অর্জন করেছে। তাঁর স্মরণ সভায় দেশ ও বিদেশের অনেক জ্ঞানী ও গুণী মানুষ অংশ নিচ্ছেন এবং মোঃ সফিকুল হক চৌধুরীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। আমিও তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

পারভীন মাহমুদ এফসিএ
চেয়ারপারসন
ইউসেপ

মোঃ সফিকুল হক চৌধুরীর জীবন ও কর্মকে দেশ ও বিশ্বের বন্ধুরা স্মরণ করছে দেখে খুব ভাল লাগছে। আজ আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করছি। বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়েছে, তা আমরা সবাই বলছি। এ অর্জনের পেছনে সফিক ভাইদের অবদান অনেক। তাঁর মত মানুষেরা উন্নয়নকে তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। যা বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। বাংলাদেশ ক্ষুদ্রঋণের অগ্রদূত। মোঃ সফিকুল হক চৌধুরী ক্ষুদ্রঋণের এমন একটি মডেল উপহার দিয়েছেন যা সরল, টেকসই ও দ্রুত সম্প্রসারণশীল। পিকেএসএফে কাজ করার সময় তাঁর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। একসঙ্গে মাঠ ভিজিট করতে গিয়েছি। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী অথচ কর্ম-প্রত্যয়ী মানুষ ছিলেন। তিনি যে কাজ করতেন, তা ভাল করে জেনে বুঝেই করতেন। সবকিছুর ওপরে তিনি স্বচ্ছতাকে গুরুত্ব দিতেন। তিনি আশা মডেলকে বাংলাদেশের বাইরে সফলভাবে সম্প্রসারণ করেছেন। তাঁর অর্জন নতুন প্রজন্মের জন্য উৎসাহের এক অসাধারণ উদাহরণ বলে আমি মনে করি। আমি তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

অজয় দাশগুপ্ত
সিনিয়র সাংবাদিক

সফিক ভাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। আমি দৈনিক সংবাদে কাজ করার সময়, ১৯৯২ সালে দৈনিক সংবাদে আশা থেকে একটি লেখা গিয়েছিল। আমি তখন সংবাদের বার্তা বিভাগে কাজের পাশাপাশি অর্থনীতির একটি পাতার দায়িত্বে ছিলাম। লেখাটি পাঠিয়েছিলেন সম্ভবত এনামুল হক সাহেব। আমার মনে হয়েছিল লেখাটা বোধহয় আরেকটু পরিবর্তন করার সুযোগ আছে। তখন আমি আশা অফিসে ফোন করে বলি আপনাদের একটা লেখা পেয়েছি। যদি একটু পরিবর্তন করা যায় তাহলে ভাল হয়। ফোন পেয়েই এনাম সাহেব তো বটেই, সফিক সাহেবও সাড়া দিলেন এবং আমার সঙ্গে কথা বলে লেখার কিছুটা পরিবর্তন করে দিলেন, সেই সূচনা। এরপর থেকে তিনি বেশ নিয়মিতই যোগাযোগ করতেন। আমিও মাঝে মধ্যে যোগাযোগ করতাম।

আজকের এই দিনে তাঁকে আমি স্মরণ করি। সবশেষে একটি কথা বলবো, তিনি আমাকে বলতেন, যে প্রতি ব্রাঞ্চে আমরা ৬-৭ জন কর্মী নিয়োগ করি। আমাদের সাংগঠনিক ব্যয়, প্রশাসন পরিচালনার ব্যয় ন্যূনতম রাখতে সব সময় চেষ্টা করি। যাতে ঋণ গ্রহীতাদের ওপরে এই চাপটা গিয়ে না পড়ে। এই বিষয়টি সকল সংগঠনের জন্য শিক্ষণীয় বলে আমি মনে করি। সফিক ভাই, আপনাকে স্মরণ রাখবো চিরদিন।

শিব নারায়ণ কৈরী
সিনিয়র এ্যাডভাইজার (ফিন্যান্স)
সাজেদা ফাউন্ডেশন

সফিক ভাই যে মডেল প্রতিষ্ঠা করেছেন তা বিশ্বব্যাপী আদর্শ Financial মডেল। সফিক ভাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘদিনের। সফিক ভাই এবং আমি একই উপজেলার মানুষ। সফিক ভাই আমাকে পছন্দ করতেন, মাঝেমাঝেই আমাকে ফোন করতেন। উনি যে কোন ব্যাপারে আমাদের গাইড করতেন, বিশেষ করে মাইক্রোফিন্যান্সের বিষয়ে।

স্যার ফজলে হোসেন আবেদের সঙ্গে সফিক ভাইয়ের সম্পর্কটা ছিল বড় ভাই-ছোট ভাইয়ের। আবেদ ভাইয়ের সঙ্গে তিনি যখনই দেখা করতে যেতেন, বলতেন, 'কৈরী, আপনি কিন্তু সঙ্গে থাকবেন'। তো আমি বলতাম কেন, হাসতে হাসতে বলতেন, আপনি যদি না থাকেন তাহলে আবেদ ভাই অনেক বিষয়ে আমাকে ধরবেন। বলবেন, এটা করো, ওটা করো। আপনি থাকলে উনি সেসব বলতে পারবেন না। আবেদ ভাই আমার বড় ভাইয়ের মত। উনি কিছু বললে আমি না করতে পারবো না। সে রকম একটা ঘটনা বলি। একদিন উনি আবেদ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। আমাকেও নিয়ে গেলেন। সেখানে আবেদ ভাই বললেন, সফিক, এ কাজটা আমরা করতে চাইছি, তুমি এখানে কিছুটা অংশগ্রহণ করো। কিন্তু সফিক ভাই ওই কাজে যুক্ত হতে চাইছিলেন না। কিন্তু তিনি আবেদ ভাইকে মুখে বলবেন না, যে তিনি ওটা করবেন না।

উনি আবেদ ভাইকে বললেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে দেখি। আমার তো বোর্ড আছে, তারা কী বলে।' সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি আমাকে ফোন করলেন। বললেন, কৈরী বাবু আমি তো এ কাজটা করতে চাইছি না। তবে আমি তো বলতে পারবো না, আপনি আবেদ ভাইকে একটু বুঝিয়ে বলবেন। আমি আবেদ ভাইকে গিয়ে বললাম, সফিক ভাই তো এটা করতে চায় না। আবেদ ভাই হাসলেন আর বললেন, 'সফিককে তো আমি চিনি। ও সব সময় সরল মনে চিন্তা করে। মাইক্রোফিন্যান্স ছাড়া অন্য কিছু করতে চায় না। ওর ধ্যান-জ্ঞান সব মাইক্রোফিন্যান্সকে ঘিরে।'

সফিক ভাই একদিন আমাকে ফোন দিয়ে বললেন, 'কৈরী বাবু আমরা চিন্তা করছি, মহিলাদের জন্য একটা ব্যাংক গড়ে তুলবো। সেটা হবে Women's Bank in Bangladesh. আমি তখন বললাম, যদি এটা হয় তাহলে তো ভালোই। উনি বললেন, তাহলে আপনি আবেদ ভাইয়ের সঙ্গে একটু শেয়ার করেন। উনি যদি আমাদের সাপোর্ট করেন, তাহলে আমরা বিষয়টি নিয়ে এগুতে পারি। সফিক ভাই সব সময় উদ্ভাবনমূলক চিন্তা করতেন। সফিক ভাইয়ের শেষ স্বপ্ন ছিল মহিলাদের জন্য একটি ব্যাংক করার। সেটা করতে পারেননি। তাঁর যারা উত্তরসূরী আছেন, আমার মনে হয় তারা বিষয়টি ভেবে দেখতে পারেন। ধন্যবাদ সবাইকে।

ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরী
প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি
গণস্বাস্থ্য

দু-চার কথায় মোঃ সফিকুল হক চৌধুরী সম্পর্কে বলা কঠিন। তিনি ছিলেন একজন অপূর্ব ভদ্রলোক ও সজ্জন ব্যক্তি। গরীব মানুষের জন্য অনেক কাজ করেছেন - যা বেশী মানুষ করতে পারেনি। তিনি কিছু কাজ করেছেন, যা ব্র্যাক পরে করেছে। যেমন, একজন সেবাগ্রহণকারী সদস্য মারা গেলে অবশিষ্ট ঋণ পরিশোধ করতে হবে না। সদস্য মারা গেলে বকেয়া তো দিতে হবেই না বরং তার দাফন-কাফনের জন্য আশার পক্ষ থেকে আর্থিক সহযোগিতা করা হয়। এ ব্যবস্থা মোঃ সফিকুল হক চৌধুরী করে গেছেন।

তাঁকে বহুবছর ধরে দেখে আসছি। তাঁর অনেক কাজ সরাসরি দেখার সুযোগ হয়েছে। আশার সাফল্যের কারণ হচ্ছে, তিনি সাধারণ মানুষকে আশার কর্মসূচিতে যুক্ত করতে পেরেছিলেন। বন্যার সময় আশার কর্মীরা লুঙ্গি পরে দুর্গত মানুষের কাছে সহায়তা পৌঁছে দিয়েছে। এ রকম একজন কৃতি মানুষ অকালে চলে গেলেন। তাঁর অবদানের কথা একটা দুটা শোক সভায় বলা সম্ভব নয়।

তিনি আশা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন, দরিদ্র মানুষের চিকিৎসার জন্য কাজ করেছেন, সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের লেখাপড়ায় সহায়তা দিয়েছেন। প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন একজন উদ্ভাবক। তাঁকে স্মরণ রাখা আমাদের দায়িত্ব। তার অপূর্ণ স্বপ্নকে যেন আশার বর্তমান নেতৃত্ব পূর্ণ করে এগিয়ে যায় এটাই আমার কামনা।

ড. হোসনে-আরা বেগম
নির্বাহী পরিচালক
টিএমএসএস

মোঃ সফিকুল হক চৌধুরী ছিলেন আমাদের সবার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন মানুষ ও গুরু। যখন টিএমএসএস এর জন্ম হয়েছিল তখন এটি ভালভাবে সংগঠিত ছিল না। টিএমএসএসকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার ক্ষেত্রে প্রতিনিয়তই সফিকুল হক চৌধুরী সাহেবের পরামর্শ নিয়েছি। উনি আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন।

আমি সরকারি চাকরি করতাম, সে সময় আমার বোর্ড থেকে চাপ আসলো, সরকারি চাকরি ছেড়ে না দিয়ে আসলে নির্বাহী ক্ষমতায় থাকা বেমানান। এতে সংস্থার শুদ্ধাচার থাকে না। সফিক ভাইকে যখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম তখন উনি এক বাক্যে বললেন, চাকুরি ছেড়ে দিন। উনি বললেন, সরকারি চাকুরি করে আপনি যত মানুষের উপকার করতে পারবেন, টিএমএসএসকে ভালভাবে গড়ে তুলতে পারলে তার চেয়ে বেশী মানুষের উপকার করতে পারবেন।

তিনি বলতেন, যদি কম খরচে সহজ পন্থায় দরিদ্র মানুষের দ্বারপ্রান্তে সেবা পৌঁছে দিতে পারেন তাতে দরিদ্র মানুষের কল্যাণ হবে। নারীদের দুঃখ-দুর্দশা দূর হবে। এ কথাগুলো সফিক ভাইয়ের কাছ থেকে শুনেছি। আজকে আবেদ ভাই নাই, সফিক ভাই নাই, আমাদের মধ্যে শূন্যতা বিরাজ করছে।

জাকির হোসেন
নির্বাহী পরিচালক
ব্যুরো বাংলাদেশ

মোঃ সফিকুল হক চৌধুরীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাচ্ছি। দেশি- বিদেশি অনেক বন্ধু ওনার জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা বলেছেন। আমি একজন প্রাকটিশনার হিসেবে মনে করি, উনি ক্ষুদ্রঋণ জগতের একজন অসাধারণ যোদ্ধা ব্যক্তি ছিলেন।

উনি ক্ষুদ্রঋণকে ভিন্নভাবে দেখেছিলেন। উনি আমাদের চেয়ে অনেক ভালোভাবে মাইক্রোফিন্যান্সকে বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বাংলাদেশে দারিদ্র্য দূরীকরণে স্বল্প খরচে, স্বল্প সময়ে খুব সহজে দরিদ্র মানুষের হাতে ক্ষুদ্রঋণ পৌঁছানোর একটা চমৎকার ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন - যা ম্যাজিকের মতো কাজ করেছিল - যা আশাকে অনেক উচ্চতায় নিয়ে গেছে। শুধু দেশে নয়, বিদেশেও এই মডেলটি অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে। দেশে-বিদেশের প্রায় ৮০-৯০ লাখ দরিদ্র মানুষ আশা থেকে সুফল পাচ্ছে। আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে আশা বিরাট ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

আরেকটা বিষয় আমাকে খুবই চমৎকৃত করে, সেটি হলো আশা এমন পদ্ধতি রপ্ত করেছে যেটা করতে আমরা এখনও সাহস পাই না। বিশেষ করে সদস্যের দ্বারপ্রান্তে সঞ্চয় ফেরত দেয়া এবং সেখানেই সদস্যদের ঋণ দেয়া। অর্থাৎ প্রচলিত নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে গ্রামেই মানুষদের ঋণ দেয়া এবং সঞ্চয় ফেরত দেয়ার যে দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেছেন, এটা ক্ষুদ্রঋণে বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

এছাড়া আশাকে আত্মনির্ভরশীল করা, বিদেশে আশা মডেল সম্প্রসারণ করা। যখন একটা জায়গায় সফল হলো, সেটাকে অনেক বড় পর্যায়ে, ব্যাপক পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা, এটা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। এ কাজে তিনি সফল হয়েছেন।

একটা স্মরণ সভার মাধ্যমে ওনার কাজকে মূল্যায়ন করা যাবে না। সবচেয়ে ভাল হয় যদি ওপর একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। যে গ্রন্থ থেকে পরবর্তী প্রজন্ম অনেক কিছু শিখবে ও জানবে। আমি আশা করি, তাঁর উত্তরাধিকারী ও সহকর্মীগণ মোঃ সফিকুল হক চৌধুরীর কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হবেন।

মোঃ নুরুল ইসলাম
সাবেক অধ্যাপক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

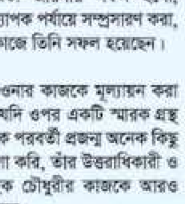

সফিকুল হক চৌধুরী সম্পর্কে কথা বলতে গেলে সুদূর অতীতে ফিরে যেতে হয়, সেটা ১৯৬৫ সাল। ৫৬ বছর ধরে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার বন্ধন। আপনারা তাঁর সম্পর্কে অনেক কথা বললেন। আমি সফিককে একজন অন্য মানুষ হিসেবে জানি।

সফিক ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয় ১৯৬৫ সালে। আমার এক বছর পর। সেই থেকে কীভাবে আমাদের সম্পর্কটা এতটা অন্তরঙ্গ হয়ে গিয়েছিল, বলে বোঝাতে পারবো না। আমি যেখানেই গেছি, সফিক সাহেব আমাকে টেনে বের করে এনেছেন। আরে নুরু ভাই কোথায়? তিনি মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে একটি বিশাল প্রতিষ্ঠান তৈরী করেছেন এবং লাখ লাখ মানুষকে সেবা দিয়েছেন। আমি আশা করি তাঁর প্রতিষ্ঠান আরও অনেক দিন মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাবে। আমি পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে তাঁর জন্য প্রার্থনা করি।

ড. আতিউর রহমান
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক
এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের
সাবেক গভর্নর

মোঃ সফিকুল হক চৌধুরীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক অনেকদিনের। তখন তিনি আশা কেবল শুরু করেছেন। সেখান থেকে আজ আশা একটি মহিরূহে পরিণত হয়েছে। সত্যিকার অর্থেই আশা গরীব মানুষদের মাঝে আশা জাগিয়ে তুলতে পেরেছে। প্রতিষ্ঠানটির সৌন্দর্য হলো এটি সহজ ও সাধারণ। আমি যতগুলো ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা দেখেছি, সেগুলোর মধ্যে আশা হচ্ছে সব থেকে সহজ ও সাধারণ। আর এটিই হচ্ছে আশার সৌন্দর্য।

আশার কাজকে সহজেই বোঝা যায়। ফলে এই মডেল খুব দ্রুত প্রতিস্থাপন করা যায়। বিশ্বের নানা দেশে আশাকে অনুসরণ করে দারিদ্র্য নিরসন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। আমি এখানে ভারতের বন্ধন ব্যাংকের কথা উল্লেখ করবো। এটি এখন ভারতে সেরা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, যারা আশা মডেল অনুসরণ করে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে।

সমাজ উন্নয়নের অন্যতম প্রবক্তা মোঃ সফিকুল হক চৌধুরী ছিলেন একাগ্র চিন্তার মানুষ। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে তিনি গোটা পৃথিবীর মাঝে একটি বন্ধন রচনা করেছেন: দারিদ্র্য নিরসন ও সামাজিক উন্নয়নের বন্ধন। সিডিএফ এর চেয়ারপারসন হিসেবে কাজ করার সময় তাঁর অভিজ্ঞতা ও লব্ধ জ্ঞান থেকে উপকৃত হয়েছিলাম। তিনি সাধারণ মানুষের শক্তি ও সামার্থ্যের ওপর ভরসা করতেন। বাংলাদেশকে এক সময় অনেকেই তলাবিহীন ঝুড়ি মনে করতো। বাংলাদেশের আজকের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পেছনে তাঁর মতো কর্মবীরের অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁর আত্মার প্রতি জানাই আমার গভীর শ্রদ্ধা।

সুখেন্দ্র কুমার সরকার
সাবেক নির্বাহী পরিচালক
আরডিআরএস

সফিক ভাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় আশির দশকে। আমি তখন ব্র্যাকের প্রতিনিধি হিসেবে এডাবের এক্সিকিউটিভ কমিটিতে ছিলাম। উনি খুব স্পষ্টবাদী মানুষ ছিলেন। যেটা বলা দরকার উনি তা সামনাসামনি বলে দিতেন। তাঁর সঙ্গে গভীরভাবে পরিচয় হলো, যখন আমরা ১৯৯২ সালে সিডিএফ তৈরী করলাম। সিডিএফ গঠনে অবশ্যই ফজলে হাসান আবেদ ভাইয়ের বিরাট অবদান আছে। কিন্তু সফিক ভাইয়ের কাছে আমরা যখন যা চেয়েছি, তা দিতে উনি কোন কার্পণ্য করেননি। উনি বলতেন, সুখেন বাবু এটা করেন। এটা আমাদের সেক্টরের জন্যই দরকার। যখন বললাম, এনাম ভাইকে আমাদের প্রয়োজন। উনি বলেছিলেন, ঠিক আছে এনামকে নিন, কোন অসুবিধা নেই।

একইভাবে যখন এডাব ভেঙে এফএনবি হলো। সাভারের গণস্বাস্থ্যে মিটিং হলো। সেখানে উনি বললেন, 'ঠিক আছে করেন'। নেটওয়ার্ক তৈরি করার ব্যাপারে যখনই নতুন কিছু এসেছে উনি দারুণভাবে সহায়তা ও সমর্থন দিয়েছেন। ওনার আরেকটি খুবই ভালো উদ্যোগ ছিল। সেটা হচ্ছে, ছোট এনজিওদের সাপোর্ট করা।

একজন বক্তা ভারতের বন্ধনের কথা বলেছেন। আমি যখনই ভারতে ভ্রমণে যাই বন্ধন ভিজিট করি। বন্ধনের কর্মীদের সাথে মিটিং করি। বন্ধনের সবকিছু আশাকে অনুসরণ করে তৈরী করা হয়েছে। আজকে বন্ধন ভারতে ব্যাংক করেছে এবং ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতেও প্রভূত নাম করেছে। মোঃ সফিকুল হক চৌধুরী যদি সহায়তা না করতেন, তাহলে হয়তো বন্ধন আজকের এই বন্ধন হতে পারতো না।

বাংলাদেশের ভেতরেও অনেক এনজিও আছে যারা আশার থেকে সাপোর্ট পেয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। আমার মনে হয় এনজিও সেক্টরের সকলেরই উচিৎ আশার self-sustainable model অনুসরণ করা। তাহলে কাউকেই আর অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না।

মোঃ আব্দুল আউয়াল
এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর
সিডিএফ

মোঃ সফিকুল হক চৌধুরীর সঙ্গে আমার পরিচয় দুই দশকের বেশী। তাঁর সঙ্গে বিশ্বের নানা স্থানে ক্ষুদ্রঋণ ও দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত অনেকগুলো সম্মেলনে অংশগ্রহণের সুযোগ আমার হয়েছে।

তাঁর আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। বিশ্বের উন্নয়ন সেক্টরে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল কিংবদন্তীতুল্য। তিনি অস্ট্রেলিয়ার ব্রিজবেনভিত্তিক নেটওয়ার্ক সংস্থা Banking with the Poor এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। সেই নেটওয়ার্কের সম্মেলনে ভিয়েতনাম গিয়েছিলাম। সেখানে মূল বক্তা ছিলেন মোঃ সফিকুল হক চৌধুরী। তখন বোর্ড নির্বাচন হচ্ছিল। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, আউয়াল আপনি নির্বাচনে কনটেস্ট করুন। আমি বললাম, আমাকে তো কেউ চেনে না। কে আমাকে ভোট দেবে। তিনি বললেন, সে দায়িত্ব আমার। ভোট গণনার পরে দেখা গেল আমি বিজয়ী হয়েছি। সফিক ভাইয়ের ডিপ্লোমেসির কারণে আমি অপরিচিত হয়েও ভোটে জিতে গেলাম।

একবার একটি সম্মেলনে চীনে গিয়েছিলাম। সেখানে সফিক ভাই ছিলেন। সেই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা দেখে আমি অভিভূত হয়ে যাই। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তিন পুরোধা যথাক্রমে: ড. মুহাম্মদ ইউনূস, স্যার ফজলে হাসান আবেদ ও মোঃ সফিকুল হক চৌধুরী। এই তিন ব্যক্তিত্বের মাঝে পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ ছিল অতুলনীয়। স্যার ফজলে হাসান আবেদ ও মোঃ সফিকুল হক চৌধুরী আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। সফিকুল হক চৌধুরীর আদর্শ যেন বর্তমান নেতৃত্ব লালন করে এগিয়ে নিয়ে যায়, এই আমার একান্ত প্রত্যাশা।

রফিকুল ইসলাম
ডিরেক্টর
এফএনবি

আশার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন একজন চিরতরুণ মানুষ। তিনি সবসময় নিজেকে তরুণ ভাবতেন এবং অন্যদের সেরকম ভাবতে অনুপ্রেরণা দিতেন। তিনি ভাবতেন, যতদিন পৃথিবীতে একজন দরিদ্র মানুষ থাকবে ততদিন আশা থাকবে। পৃথিবী থেকে দারিদ্র্য সম্পূর্ণরূপে নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত আশার কাজ বন্ধ হবে না। আশা ও মোঃ সফিকুল হক চৌধুরী একে অপরের পরিপূরক। ব্র্যাক সামগ্রিক উন্নয়ন কৌশল নিয়ে গেছে সাধারণ মানুষের দ্বারে, আশা সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে গেছে ক্ষুদ্রঋণ এবং গণস্বাস্থ্য সাধারণ মানুষের কাছে স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে গেছে। আমাদের ছোট্ট দেশ থেকে উন্নয়নের একেকটি অনন্য মডেল উদ্ভাবিত হয়েছে। এই ধারাকে বর্তমান নেতৃত্বকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে এই আহ্বান জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ
সাবেক গভর্নর
বাংলাদেশ ব্যাংক

মোঃ সফিকুল হক চৌধুরীর এই স্মরণসভায় উপস্থিত থাকতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। সফিক এবং আমি সমসাময়িক ছিলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে। আমি অর্থনীতিতে, উনি সমাজ কল্যাণে। আমার সাথে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়েছিল ১৯৮০ সালে। আমি তখন সিরডাপে কাজ করি। তখন থেকে বিভিন্ন স্থানে ও অনুষ্ঠানে সফিকুল হক চৌধুরীর সাথে দেখা হয়েছে। তাঁর কর্মচাঞ্চল্য, তাঁর কর্মতৎপরতা, তাঁর কথা বলার ভঙ্গী ছিল অত্যন্ত চমৎকার এবং তিনি মানুষকে সহজেই মুগ্ধ করতে পারতেন।

সফিকুল হক চৌধুরী ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ সংগঠক - যার জুড়ি নেই। তিনি লক্ষ লক্ষ মানুষের উপকার করেছেন, যে অবদানের কথা কেউ ভুলবে না। সেটিই সফিকুল হক চৌধুরীর সবচেয়ে বড় পাওয়া, আমি মনে করি। আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করছি। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

মোঃ এনামুল হক
চিফ অপারেটিং অফিসার
আশা ইন্টারন্যাশনাল
গ্রুপ পিএলসি

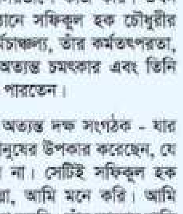

আমি প্রায় ৩৫ বছর আশার প্রতিষ্ঠাতা মোঃ সফিকুল হক চৌধুরীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। তাঁর সঙ্গে দেশে ও বিদেশে নানা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছি। কাজ করতে গিয়ে কখনও মনে হয়েছে তিনি আমার বন্ধু, কখনও মনে হয়েছে তিনি আমার অভিভাবক, কখনও সহকর্মী। কর্মী-বান্ধব পলিসিকে তিনি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতেন। নারী কর্মীরা নিজের উপজেলায় কাজ করবে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে চাকুরী করলে ১০ কিলোমিটারের মধ্যে কর্মস্থল হবে ইত্যাদি সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। কনস্যালটেন্সির মাধ্যমে বিদেশ থেকে আশা প্রচুর অর্থ অর্জন করেছিল। যা পুরোটাই তিনি কর্মী কল্যাণে ব্যয় করার নীতিমালা অনুমোদন করে গেছেন। এছাড়া তিনি একনাগারে ১০ বছর সেবাগ্রহণকারী সদস্যদের জন্য এককালীন অবসর ভাতা চালু করে গেছেন।

তিনি ছিলেন উদ্ভাবনী চিন্তার মানুষ। সারাক্ষণ নতুন কিছু করার জন্য মুখিয়ে থাকতেন। নতুন কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিতে প্রচুর সময় ও অর্থ ব্যয় হতো। কীভাবে এ সময় ও অর্থ সাশ্রয় করা যায় তা নিয়ে তিনি গভীরভাবে ভাবতে লাগলেন। একদিন বললেন, পুরানো নিয়মে আর প্রশিক্ষণ নয়। এখন থেকে একজন পুরাতন কর্মী, একজন নতুন কর্মীকে হাতে কলমে কাজ শেখাবেন। সেই থেকে চালু হয়ে গেল আশার Each one teach one প্রশিক্ষণ পদ্ধতি। এর ফলে হাজার হাজার নতুন কর্মীকে বিনা ব্যয়ে কার্যকর প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হয়েছিল -যা এখনও চলছে।

ব্র্যাক আশার এ মডেল পছন্দ করলো। ব্র্যাকের কয়েকজন সিনিয়র কর্মকর্তা আশার একটি ব্রাঞ্চ পরিদর্শন করে আশা উদ্ভাবনগুলোর বেশকিছু নিজেদের প্রতিষ্ঠানে চালু করেছিল। সদস্যরা যখনই চাইবে তখনই সঞ্চয় ফেরত দিতে হবে, এ নিয়ম প্রথম আশা চালু করে। আশার প্রতিষ্ঠাতা একদিন বললেন মানুষ তার দুঃসময়ের প্রয়োজনে সঞ্চয় করে। বিপদের সময়ে যদি তারা সঞ্চয় ফেরত নিতে না পারে তবে সঞ্চয় করে লাভ কী? এরপর থেকে বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে এক বড় পরিবর্তন আসে। তার একান্ত আগ্রহে আশা অনেকগুলো ছোট ছোট এনজিওকে তহবিল ও অর্জিত জ্ঞান দিয়ে সহায়তা করেছিল। এসব প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি জাতীয় স্তরে উঠে এসেছে।

তাঁর চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-জ্ঞান ছিল আশার উন্নয়নকে ঘিরে। তিনি কর্মীদের কথা গুরুত্ব দিয়ে শুনতেন এবং যুক্তিসঙ্গত হলে তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করতেন। মোঃ সফিকুল হক চৌধুরী বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান তৈরী করে গেছেন, যেগুলোর মাঝে তিনি বেঁচে থাকবেন।

মোহাম্মদ আজীম হোসেন
হেড অব গ্রুপ ট্রেজারি
এন্ড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট
আশা ইন্টারন্যাশনাল
গ্রুপ পিএলসি

প্রায় চারদশক মোঃ সফিকুল হক চৌধুরীর সান্নিধ্যে থেকে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। শুরুর দিকে আশা দাতাদের থেকে অনুদান গ্রহণ করতো। দাতাদের শর্ত মেনে সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করা সহজ ছিল না। মোঃ সফিকুল হক চৌধুরী দাতাদের শর্ত ও খবরদারি সহজে মেনে নিতে পারতেন না। ১৯৮৮ সালে বন্যার পর দুর্গত মানুষদের জন্য আশা একটি ঋণ কর্মসূচি গ্রহণ করে। গ্রহীতারা স্বেচ্ছায় ঋণের একটি বড় অংশ ফেরত দেন। এই অভিজ্ঞতা তাঁকে ঋণ কার্যক্রম গ্রহণে প্রেরণা দিয়েছিল। আশা ১৯৯১ সালে পুরোদমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম চালু করে।

তাঁর বড় গুণ ছিল তিনি সকলের মতামতকে সম্মান করতেন। তিনি যুক্তি দিয়ে কথা বলতেন, অন্যের যুক্তিও মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। কারো মত গ্রহণযোগ্য হলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করতেন। বাংলাদেশে আশার অর্জিত অভিজ্ঞতা তিনি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার উদ্যোগ নেন এবং সেই উদ্যোগ আজ দারুণভাবে সফল। আজ ১৩টি দেশে আশা মডেল বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং আশার কর্মীরাই তা বাস্তবায়নের দায়িত্বে আছে। আশার বর্তমান কর্মকর্তা ও কর্মীদের প্রতি আমার আহ্বান, সকল কাজে তাঁর চিন্তাকে গুরুত্ব দিন, তবেই কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসবে।

মাহবুবা হক
এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর
ইনাফি বাংলাদেশ

তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে আশার কর্মীদের সঙ্গে গভীরভাবে মেশার সুযোগ হয়েছে। আমি আগ্রহ নিয়ে লক্ষ্য করেছি আশার কর্মীদের কাজের প্রতি অঙ্গীকার ও নিজ প্রতিষ্ঠানের প্রতি দরদ অনেক গভীর। কারণ আশার কর্মীদের চাকুরির নিরাপত্তা বেশ ভাল। এর মাঝেই আশার প্রতিষ্ঠাতার দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মীদের প্রতি দায়িত্ববোধের বিষয়টি সহজেই উপলব্ধী করা যায়।

মোঃ সফিকুল হক চৌধুরী ছিলেন কর্মী অন্তপ্রাণ নেতা। আমার সঙ্গে দেখা হলেই তিনি বলতেন, আশার আদলে একটি ইন্সুরেন্স কোম্পানি প্রতিষ্ঠার কথা। এছাড়াও, ঋণী সদস্যদের অবসর ভাতা চালু করার কথাও তিনি বলে গেছেন। আমি আশা করি আশার ভবিষ্যত নেতৃত্ব তাঁর অপূর্ণ কাজগুলোকে পূর্ণ করবে।

এম আবদুল আজিজ
সিনিয়র এ্যাডভাইজার
আশা ও
সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মোঃ সফিকুল হক চৌধুরী ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় আশাকে জনকল্যাণমূলক একটি প্রতিষ্ঠান ও সেবা নেটওয়ার্ক হিসাবে তৈরী করেছেন এবং সেই নেটওয়ার্ক তিনি দেশের বাইরেও ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন, এটি একটি বিরাট সাফল্য। সরকার ও সরকারের বাহিরে তাঁর সঙ্গে কাজ করার আমার সুযোগ হয়েছে। তাঁকে একজন নীতি-নির্ধারক হিসেবে যেমন দেখেছি, তেমনি একজন দক্ষ প্রাকটিশনার হিসেবে দেখারও সুযোগ হয়েছে। ৭২ বছরের জীবনের ৪৩ বছরই তিনি আশার সঙ্গে যুক্ত থেকে সুবিধাবঞ্চিত সাধারণ মানুষকে সেবা দিয়েছেন। তাঁর হাতেই আশার জন্ম হয়েছিল ছোট্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে। সেই প্রতিষ্ঠানকে তিনি স্ব-অর্থায়িত, আত্মনির্ভর, টেকসই ও সফল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলেছেন।

২০০৬ সালে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। আমি তখন কৃষি সচিব। তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কৃষি, যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক উপদেষ্টা। সরকারে তাঁর মেয়াদ ছিল অল্প কিছুদিন, যা তিনি ভাল করেই জানতেন। তা সত্ত্বেও তিনি নিঃসংকোচে দৃঢ়তার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। সেই সময়ে অনেককেই দেখেছি সীমিত পরিসরে কথা বলতে। কিন্তু তিনি ছিলেন দায়িত্ব সচেতন ও সাবলীল।

আশার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর তাঁর সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে কাজ করার সুযোগ হয়। মানুষকে মুগ্ধ করার অসাধারণ গুণ ছিল তাঁর। সাদামাটা কথা বলতেন কিন্তু তার মধ্যে একটা বার্তা থাকতো। তাঁর আদর্শিক, নৈতিক ও আচরণিক ভাবাদর্শ আশা পরিবারের ঐক্যবদ্ধ অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করতো। তাঁর প্রয়াণে যে শূণ্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা সহজে পূরণ হবার নয়।

একেএম আমিনুর রশিদ
এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর
আশা ইন্টারন্যাশনাল
গ্রুপ পিএলসি

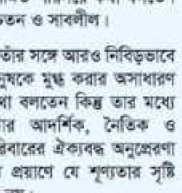

মোঃ সফিকুল হক চৌধুরী কাজ, একাগ্রতা, সাধনা ও মূল্যবোধ দিয়ে আমাদের সামনে এক অসাধারণ উদাহরণ তৈরী করে গেছেন। তিনি যা বিশ্বাস করতেন তাই কাজে পরিণত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন। তাঁর কথায় ও কাজে কোন তফাৎ ছিল না। এ রকম আরেকটি মানুষ এ সেক্টরে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। ১৯৯২ সালে আমি যখন আশাতে যোগদান করি। তখন অনেকেই বলতেন, যেভাবে আশা কাজ করছে, তাতে এ প্রতিষ্ঠান বেশীদিন টিকে থাকতে পারবে না। আশার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আমার ওরিয়েন্টেশন বদলে গেল। কারণ আশার কাজের ধরন ও মডেল আমাকে বদলে দিয়েছিল। এর পিছনে ছিল মোঃ সফিকুল হক চৌধুরীর ক্যারিশম্যাটিক ব্যক্তিত্ব ও দূরদর্শিতা।

তাঁর কাজের পরিধি সম্পর্কে অল্পকথায় বলা প্রায় অসম্ভব। নেতৃত্বের যে মানে তিনি উন্নীত হয়েছিলেন তা ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরে বিরল। আমরা যদি তাঁর গুণাবলী ধারণ করে সেগুলোকে আমাদের কাজে প্রতিফলন ঘটাতে পারি, তবেই তাঁর প্রতি প্রকৃত সম্মান জানানো হবে।

হুমায়রা ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক
শক্তি ফাউন্ডেশন

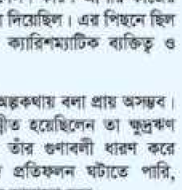

আমি প্রথমেই মোঃ সফিকুল হক চৌধুরীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। আমি আজকে তাঁর ব্যক্তিত্বের কিছু দিক তুলে ধরবো। আমি যখন 'শক্তি ফাউন্ডেশন' শুরু করি দরিদ্র মহিলাদের নিয়ে কাজ করার উদ্দেশ্যে। তখন আমি সবে আমার পিএইচডি গবেষণা শেষ করেছি। আমি শুধু জানতাম দরিদ্র মানুষদের সঙ্গে কাজ করবো এবং তাদের ক্ষমতায়নে কিছু করবো। তখন কীভাবে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয় তা একদম জানতাম না। এটা ১৯৯২ সালের কথা।

যখন শক্তি ফাউন্ডেশন শুরু করলাম, তখন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। অর্থ কোথা থেকে আসবে তাও জানতাম না। তখন দাতারা বলছে, নিজের সম্পদ দিয়ে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করুন। সেই সময় সফিক সাহেবের সঙ্গে একটা মিটিংয়ে দেখা হয়েছিল। তখন দাতারা চলে যাচ্ছে। সবাই তখন চিন্তা করছিল কীভাবে ঋণের অর্থ ফেরত আনা নিশ্চিত করা যায়। ঋণ ফেরত আনা নিশ্চিত করতে নানাবিধ ডকুমেন্ট রাখছিল নানা প্রতিষ্ঠান।

তখন সফিক ভাই দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, অতসব কাগজপত্র ও ডকুমেন্টের দরকার নেই। শুধুমাত্র একটা খতিয়ান বই আর কলম রাখবেন। এতো ফর্ম-টর্মের কিছু দরকার নেই। আপনি আপনার কর্মীদের ওপর বিশ্বাস রাখুন এবং তাদের সঙ্গে কার্যকর ওয়ার্কিং রিলেশনশিপ তৈরী করুন, দেখবেন তাড়াতাড়ি আপনার কাজ হয়ে যাবে। দেখলাম আসলেই এতে খরচ অনেক কম। তখন আশা ছিল সব থেকে ব্যয়সাশ্রয়ী প্রতিষ্ঠান। তিনি সবসময় প্রতিষ্ঠানের ব্যয় হ্রাসের চিন্তা করতেন, সহজভাবে কম সময়ে প্রতিষ্ঠানকে কীভাবে অধিক কার্যকর করা যায়, তা নিয়ে ভাবতেন। তাঁর এ দর্শন আমাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল।

ইকবাল আহমেদ
চিফ অপারেটিং অফিসার
বিজ

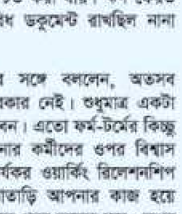

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আশার কোন তুলনা হয়না। মোঃ সফিকুল হক চৌধুরী আশাকে এতবড় প্রতিষ্ঠান তৈরী করে গেছেন, এমন আরেকটি প্রতিষ্ঠান আর তৈরী হবে কিনা তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। তিনি ছিলেন বড় মনের ও দূরদর্শী চিন্তার মানুষ। তাঁর মত মানুষ আমাদের সমাজে খুব কম। ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন কথাটি আমরা তাঁর কাছ থেকে জেনেছি। তাঁর সহায়তায় অনেক ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান দাঁড়িয়ে গেছে। ওনার সঙ্গে খুব কম দেখা হতো। কিন্তু যখনই দেখা হতো, ওনার আচরণ আমাদের মুগ্ধ করতো।

তাহরুন্নেছা আবদুল্লাহ
সমাজকর্মী ও
সাবেক চেয়ারপারসন, আশা

মোঃ সফিকুল হক চৌধুরীর সাথে আমার অনেক দিনের পরিচয়, সেই ষাটের দশকে। তখন আমি কুমিল্লা বার্ডে ট্রেনিং সেকশনে কাজ করি। সফিক এবং কয়েকজন প্রতিশ্রুতিবান ছেলে তখন বার্ডের গবেষণা বিভাগে কাজ করতো। ট্রেনিং সেকশনের কাজে আমাকে প্রায় ওদের সাহায্য নিতে হতো। সহজ, সরল ও কর্মতৎপর ছেলে সফিককে ডাকলেই সানন্দে চলে আসতো। ১৯৭৮ সালে সফিক কয়েকজন তরুণকে নিয়ে আশা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে তারা গ্রামের উন্নয়নে কাজ করে, পরে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে মনোনিবেশ করে। সে সময় আমি পুনরায় সফিকের সঙ্গে কাজের সুযোগ পাই। আমি আশার পরিচালনা পরিষদের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলাম। মোঃ সফিকুল হক চৌধুরী এককভাবে কোন সিদ্ধান্ত নিতেন না। সহকর্মী ও গ্রুপ মেম্বারদের মতামত নিয়ে তারপর সিদ্ধান্ত নিতেন। সফিকের সঙ্গে কাজ করতে পেরে আমি আনন্দিত, গর্বিত।

মনজুরুল আহসান বুলবুল
সিনিয়র সাংবাদিক

আশার একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়া এবং আমার সাংবাদিক হিসেবে পরিণত হওয়া বলতে গেলে একই সময়ে ঘটেছে। খুব কাছে থেকে আশার পরিবর্তনগুলো লক্ষ্য করার সুযোগ আমার হয়েছে। ২৫-৩০ বছর আগে মিডিয়ার সঙ্গে এনজিওদের সম্পর্ক খুব একটা ভাল ছিল না। সেই সময়ে কয়েকজন ব্যক্তি মিডিয়ার সঙ্গে এনজিওর সম্পর্ক উন্নয়নের উদ্যোগ নেন। যাদের অগ্রগণ্য ছিলেন, মোঃ সফিকুল হক চৌধুরী, ড. মুহাম্মদ ইউনূস, স্যার ফজলে হাসান আবেদ, কাজী ফারুক ও খুশী কবির প্রমুখ। সফিক ভাই বলতেন, বুলবুল আপনি তো সমাজ পরিবর্তনে বিপ্লবের জন্য কাজ করেছেন, পারেন নাই বলে সাংবাদিকতায় এসেছেন। আমিও তাই করেছি, পারি নাই তাই এখানে এসেছি। আসেন একসঙ্গে কাজ করি।

আজকের অনুষ্ঠানে যারা অংশ নিয়েছেন তারা উপলব্ধি করতে পারছেন আশার বিশালত্ব। ফিলিপাইন, ভারত, আফ্রিকার ঘানা, সিয়েরালিয়নে গিয়ে দেখেছি আশার কর্মীদের। তারা সেখানে দারিদ্র্য বিমোচন ও সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে। এ অসাধারণ কৃতিত্বের একক দাবীদার হচ্ছেন মোঃ সফিকুল হক চৌধুরী।

অনেক বছর আগের কথা। আশা সম্পর্কে একটি নেতিবাচক খবর প্রকাশিত হয়েছিল একটি জাতীয় পত্রিকায়। তখন উনি আমাকে ডাকলেন এবং পরামর্শ চাইলেন। আমি এসে দেখলাম পত্রিকার জন্য প্রতিবাদ লিপিতে উনি নিজেই স্বাক্ষর করছেন। আমি তাঁকে বললাম, আপনি এ প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক। আপনি যদি একটি পক্ষ নেন, তাহলে সমাধান দেব কে? উনি বললেন তাহলে করণীয় কী? বললাম, আপনি শুধু পলিসি পেপার ও গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাগুলোতে স্বাক্ষর করবেন। বাকীগুলো অন্যদের ওপর ছেড়ে দিন। পরবর্তীকালে উনি একদিন আমাকে বললেন, তখন থেকে সব কাগজে সই করি না। কথাটা শোনার পর সম্মানিত বোধ করলাম। কারণ আমার একটি পরামর্শ তিনি গ্রহণ করেছেন।

তাঁর বিবেচনা বোধ ছিল অসাধারণ। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা থাকার সময়ে একটি ঘটনা মনে পড়ছে। একদিন তিনি আমাকে তাঁর সরকারি দপ্তরে ডাকলেন। বললেন আপনাকে একুশে পদক দিতে চাই। আপনি আমার প্রিয় মানুষ। আমার কাছে সুযোগ এসেছে। এ সুযোগটা কাজে লাগাতে চাই। আমি বললাম আমার চেয়ে অনেক সিনিয়র সাংবাদিক আছেন, যারা এখন পর্যন্ত একুশে পদক পাননি। এখন যদি আমি একুশে পদক পাই, তাহলে মানুষ আমাকে গালি দেবে এবং সাথে সাথে আপনাকেও দেবে। আমি প্রেসক্লাবে যেতে পারবো না। আমার কথাগুলো তিনি শুনলেন এবং বললেন আপনার কাছ থেকে এই উত্তরটাই আশা করেছিলাম।

আমি বিশ্বাস করি আশার বর্তমান নেতৃত্ব সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতার সূচিত কার্যক্রমকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। তাইলেই তাঁর প্রতি সম্মান দেখানো হবে।

মুর্শেদ আলম সরকার
নির্বাহী পরিচালক, পপি ও
চেয়ারম্যান, সিডিএফ

মোঃ সফিকুল হক চৌধুরীর মৃত্যুতে আমাদের দেশ ও জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কারণ তিনি দেশ ও জাতিকে অনেক কিছু দিয়েছেন এবং আরও অনেক কিছু দেয়ার ক্ষমতা তাঁর ছিল। বাংলাদেশের মতো পিছিয়ে পড়া দেশের একটি সংস্থা সূচিত উন্নয়ন কৌশল গোটা বিশ্বের মানুষের কাছে সফিকুল হক চৌধুরী পৌঁছে দিয়েছেন। কিছু ক্ষণজন্মা মানুষ পৃথিবীতে আসেন মানুষের কল্যাণ করতে। সফিকুল হক চৌধুরী ছিলেন তেমনই একজন ক্ষণজন্মা মানুষ। তাঁর অভাব আমরা এখন গভীরভাবে অনুভব করছি।

তিনি সরকারি উঁচু পদে চাকুরির সুযোগ পেয়েও তা স্বেচ্ছায় গ্রহণ না করে সাধারণ মানুষ উন্নয়নের কাজকেই বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর চাওয়া ছিল সরকারের পাশাপাশি আরও ভাল কাজ করে মানুষের কল্যাণ ও দেশের মঙ্গল করা। সেই উদ্যোগের ফলই হচ্ছে আশা। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংস্থার কাজ দেশে ও বিদেশে সমাদৃত হয়েছে এবং হচ্ছে।

কিছু মানুষের অবদান কখনও ভুলে যাওয়া যায় না যেমন, সফিকুল হক চৌধুরী। সমসাময়িককালে তাঁর মতো প্রজ্ঞাবান ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ খুব একটা দেখা যায় না। এমনকি আমাদের জীবদ্দশায় এ রকম মানুষ পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। যারা আমাদের কাজের সমালোচনা করেন, তাদের বিনীতভাবে বলি, সফিকুল হক চৌধুরী এ সেক্টরে না এলে হাজার হাজার শিক্ষিত যুবক-যুবতীর ভাগ্যে কী ঘটতো তা কি ভেবে দেখেছেন? এরা কোথায় যেত? মোঃ সফিকুল হক চৌধুরী অসংখ্য মানুষের কাজের সুযোগ তৈরী করেছেন। পাশাপাশি লাখ লাখ মানুষের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে গেছেন। এই বিশাল ব্যক্তিত্বের মানুষটির সঙ্গে কয়েক বছর সরাসরি কাজ করার সুযোগ আমার হয়েছিল, সে জন্য আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।